e -সংযোগ

বৃষ্ণভাবিনী নারী শিক্ষা মন্দিরের একটি উদ্যোগ

৩১ শে মার্চ, নবম সংখ্যা

প্রধান শিক্ষিকার কলমে

"E- সংযোগে'র নবম সংস্করন প্রকাশিত হল। দীর্ঘসময়ের পর বিদ্যালয় গুলিতে পাঠদান সম্পূর্নভাবে শুরু হয়েছে। ছাত্রীরা আবার নতুনভাবে এবং বহুগুন বর্ধিত উৎসাহ নিয়ে বিদ্যালয়ে আসছে। ব্যক্তিগতভাবে মনে হচ্ছে, ছাত্রছাত্রীরা গত দুবছরে বিদ্যালয়ে আসার প্রয়োজনীয়তা বেশি করে অনুভব করছে। বিদ্যালয় যে কেবলমাত্র পুঁথিগত বিদ্যাশিক্ষার স্থান নয়- সার্বিক উন্নতির পীঠস্থান তারা আ অনুধাবন করেছে। আমরা শিক্ষক-শিক্ষিকা সহ সমস্ত system ছন্দে ফিরেছে,অন্ধকার দূর হয়েছে।

ছাত্রছাত্রীরা নির্বিঘ্নে মাধ্যমিক (২০২২) পরীক্ষা দিতে সক্ষম হয়েছে। কয়েকদিনের মধ্যেই উচ্চমাধ্যমিক (২০২২) পরীক্ষা এবং একাদশ শ্রেনীর বার্ষিক পরীক্ষা শুরু হবে। আশা রাখছি, ছাত্রছাত্রীরা সকলেই এই পরীক্ষাতে ও সাফল্যের সাথে উত্তীর্ন হবে। সংসদের পক্ষ থেকে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণীর সারাবছরের পরীক্ষার একটি সময়সীমা ও প্রকাশ করা হয়েছে।

বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের মধ্যে Innovative চিন্তা বৃদ্ধির জন্য "Low cost no cost' জিনিসের মাধ্যমে পঞ্চম শ্রনীর ছাত্রীদের ''হাতের কাজ'' তৈরী করতে বলা হয়েছিল অফুরন্ত উৎসাহে তারা বানিয়ে নিয়ে এসেছিল। আনুপ্রাণিত করতে প্রতিটি সেকশানে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারিনীকে ছোট্ট ছোট্ট পুরস্কার দেওয়া হয়।

গত ফেব্রুয়ারী মাসে গানের জগতে নক্ষত্রপতন ঘটে যায়। Music Teacher এর পরিচালনায়, ছাত্রীরা একটি ছোট অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গঙ্গা জলে গঙ্গা পূজা করে, শ্রদ্ধা জানানো হয় প্রয়াত

লতা মঙ্গেশকর, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় এবং বাপ্পি লাহিড়ীকে। দুবছরের শূণ্যস্থানকে পূরণ করতে ছাত্রীদের ধারাবাহিক ভাবে উৎসাহিত করা প্রয়োজন। সেকারণে সপ্তম ও অষ্টম শ্রেনীর ছাত্রীদের ও বিজ্ঞানের মডেল তৈরী করে আনতে বলা হয়েছিল গত ২৪শে মার্চ ছাত্রীরা অত্যন্ত সুন্দর সুন্দর মডেল তৈরী করে এনে আমাদের স্তম্ভিত করে। অভিভাবক / অভিভাবিকাদের ও অবদান আছে, তাঁদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমরা আনন্দিত গর্বিত। ছাত্রীরা বিদ্যালয়ের ঐতিহ্য বহন করে নিয়ে চলেছে। গত ২৭ শে মার্চ, INTACH এর উদ্যোগে ''পঁচাত্তর বর্ষে ভারতবর্ষ- আমাদের ঐতিহ্য আমাদেরই হাতে''- বিষয়টির উপর একটি পোষ্টার বানানোর প্রতিযোগিতা আয়োজিত হয়েছিল কানাইলাল বিদ্যামন্দির, ইংরাজী বিভাগে।

আমাদের বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেনীর ছাত্রী সম্প্রীতি ভট্টাচার্য ও নবম শ্রেনীর ছাত্রী রিক্তি ঘোষ প্রথম ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে। সারা দেশের প্রথম দশজনকে জাতীয় স্তরে পুরস্কৃত করা হবে।

যদিও সকল ছাত্রছাত্রী বিদ্যালয়ে উপস্থিত হচ্ছে, শিক্ষিকা ও ছাত্রীদের মিলিত এই প্রয়াস 'e- সংযোগ' প্রকাশিত হবে, ছাত্রীদের জন্য। ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে আবার ও জানাচ্ছি বিজ্ঞানের আশীর্বাদ স্বরূপ যন্ত্রগুলোকে আমরা যেন বিবেক বুদ্ধি প্রয়োগ করে প্রয়োজনে এবং সঠিকভাবে প্রয়োগ করি, অপব্যবহার না করি।

এই সংখ্যায়

সামনে জীবন তৈরী হও:-

Accountancy শিক্ষার গুরুত্ব ও কেরিয়ার নিয়ে এই সংখ্যায় আলোকপাত করেছেন Accountancy -র সহ শিক্ষিকা শ্রীমতী নমিতা কুন্ডু।

ডাক্তারবাবুর পরামর্শ:-

এই সংখ্যায় বয়ঃসন্ধি সম্পর্কে সচেতনতা নিয়ে বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরেছেন বিদ্যালয়ের প্রাক্তনী ডাঃ স্বশ্রীয়া বাইন।

পরিবেশ ও বিজ্ঞান:-

রামধনু পাহাড় এই বিষয়ের ধারণা ছাত্রীদের মধ্যে এবারের সংখ্যায় তুলে ধরেছেন সহ শিক্ষিকা মহাশ্বেতা দত্ত মহাশয়া।

বিশেষব্যক্তিত্ব ও পরশপাথর:-

মহিলাদের সাহসিকতা ও বোল্টজমান পদক জয়ী প্রথম ভারতীয় পুণের আই আইআইএসইআর -এর অধ্যাপক দীপক ধর মহাশয়ের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন প্রধান শিক্ষিকা শ্রীমতী রূপা ঘোষ। একই সাথে ছাত্রীদের জীবন বোধ ও মূল্যবোধ রেখাপাত করতে মনিষীদের বাণী তাদের কাছে পৌছে দেবার চেষ্টা করেছেন।

শরীরচর্চা ও খেলাধুলা:-

যোগাসনের উপকারিতা ও খেলাধূলা নিয়ে আলোচনা করেছেন শিক্ষিকা শ্রীমতী অনিতা ঘোষ।

নিজেকরি:-

এবারে 'নিজে করি' বিভাগে আমাদের প্রাক্তনী দেবলীনা ঘোষ ট্যাংগ্রাম খেলার নিয়মাবলী সুন্দরভাবে শিখিয়েছে।

নিয়মিত বিভাগ:-

ভেবে দেখো :- রুচিরা চ্যাটার্জী।
কমিক্স:- শিক্ষিকা শ্রীমতী কুমকুম নাইয়া।
ওলটপালট:- শিক্ষিকা মিতালী দাশগুপ্ত।
মগজাস্ত্র:- শিক্ষিকা মিতালী দাশগুপ্ত।

একটা অস্থির সময়ের মধ্য দিয়ে আমরা চলেছি। অনিশ্চয়তা জীবনের প্রতি পদে পদে , কিন্তু জীবন তো থেমে থাকেনা । কালের নিয়মে তা এগোবেই। দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করার পর আজ আমি অবসর গ্রহন করেছি। কিন্তু এই অস্থির সময়ে আমার সন্তানসম ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্তুতি সম্পর্কে ধারণা তৈরি করে দেওয়া আমার দায়বদ্ধতা বলে মনে করি। তাই আসন্ন পরীক্ষায় তারা Accountancy বিষয়টি কেমনভাবে তৈরি করবে সে সম্পর্কে একটা ধারণা দিলাম।

Accountancy বা হিসাবশাস্ত্রে তোমরা বড় বড় প্রতিষ্ঠানে অর্থনৈতিক লেনদেনের রীতিনীতি ও আইন অনুসারে হিসাবের পদ্ধতি , হিসাবের ক্ষেত্রে ভুল সংশোধন – এসব নিয়ে পড়াশোনা করেছ।

আসন্ন উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় এই বিষয়ে সিলেবাস অনেকটাই কমে গেছে। তা সত্ত্বেও ভালো ফল করতে হলে তোমাদের কতগুলি ব্যাপারে সচেতন হতে হবে –

১। যেহেতু তোমাদের বর্তমান সিলেবাসে MCQ ও SAQ মিলিয়ে মোট 36 নম্বর আছে তাই খুঁটিয়ে বই পড়লে ও Test Paper এবং Target – এর সব MCQ সমাধান করে রাখলে ভালো নম্বর পাওয়া যাবে। SAQ -এর জন্য খাতায় সংক্ষিপ্ত আকারে উত্তর লেখা অভ্যাস করবে। MCQ -এ যেহেতু negative marking নেই , তাই নির্ভয়ে সব প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করবে।

২। 4 নম্বর ও 6 নম্বরের প্রশ্নের ক্ষেত্রে অঙ্কের বদলে Theory করলেও সমান নম্বর পাবে। অংশিদারী কারবারের ক্ষেত্রে Profit & Loss Appropriation A/C -এ পুরো 4 নম্বর পাবার সুযোগ আছে। এখানে Admission, Retirement of Partner -এর অঙ্কগুলো সমাধান করবে। Theory -তে অংশীদারি চুক্তিপত্র, অংশীদারগণের অধিকার, কর্তব্য, দায়িত্ব – এগুলি ভালো করে পড়বে।

৩। Interest on Drawing -এর ক্ষেত্রে Starting of each month, middle of each month , ending of each month হলে যথাক্রমে $6^1/_2$ মাস , 6 মাস ও 5 মাসের উপর সুদ নির্ণয় করতে হবে। এক্ষেত্রে তারিখ উল্লেখ না থাকলে 6 মাসের উপর সুদ নির্ণয় করতে হবে।

৪। Revaluation A/C -এর ক্ষেত্রে Provision of Doubtful debt সম্বন্ধে কি বলেছে ভালো করে পড়ে তবে সমাধান করবে।

৫। কোম্পানির ক্ষেত্রে শেয়ার বাজেয়াপ্তকরণের অঙ্কগুলো সমাধান করবে। Cash Flow Statement -র অঙ্কের সাথে Theory ভালো করে পড়লে অঙ্ক ভুল হলেও Theory তে সমান নম্বর পাওয়া যাবে। Goodwill সম্বন্ধে ভালো করে পড়তে হবে।

৬। Operating Activities, Investing Activities, Financing Activities -এর দুটি করে উদাহরণ পড়বে।

<u>এবার একাদশ শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষার কথায় আসি</u>

১। MCQ ও SAQ -এর জন্য উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী -দের যে কথা বলেছি সেটা তোমাদের জন্যেও প্রযোজ্য হবে।

২। Financial A/C -এ দশ নম্বরের প্রশ্নে তোমরা একসাথে তিনটি ছক করে Trading A/C, Profit and Loss A/C, Balance Sheet করবে , তাহলে ভুলের সম্ভাবনা কমবে ।

৩। Single Entry-র Credit Purchase, Credit Sale নির্ণয় ও অন্যান্য problem গুলি করবে। Income Expenditure A/C, Receipts and Payment A/C, Trial Balance, Cash Book, Bank Reconciliation Statement , Dry Book -এর অঙ্ক অভ্যাস করবে এবং তার সাথে সমান গুরুত্ব দিয়ে Theory গুলি পড়বে । অঙ্ক না পারলে তার বদলে Theory করলেও সমান নম্বর পাওয়া যাবে।

কেরিয়ার গাইড

Accountancy নিয়ে পড়লে উচ্চমাধ্যমিকের পরে গতানুগতিকভাবে B.Com(H), M.Com পড়তে পারবে। এ ছাড়া B.Com-এর পর MBA , Hospital Management , Hotel Management , Law পড়ার সুযোগ আছে।

WBCS – পরীক্ষায় বসতে পারবে।

ভবিষ্যতে স্কুল, কলেজে শিক্ষকতা ছাড়া বিভিন্ন অফিসে Accountant পদে অথবা Railway , Banking sector-এ কাজের সুযোগ রয়েছে।

ডাক্তারবাবুর পরামর্শ

বয়ঃসন্ধির দোরগোড়ায়

ডাঃ স্বশ্রীয়া বাইন , বিদ্যালয়ের প্রাক্তনী

বয়ঃসন্ধি বা adolescence [ল্যাটিন শব্দ Adolenscere থেকে আবির্ভাব, যার অর্থ to mature] একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । এটি একটি প্রক্রিয়া যা যেকোনো মানুষের একটি নির্দিষ্ট বয়সে শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন ঘটায়, এটি একটি সহজাত বিষয়। সাধারণত মেয়েদের ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন 9 থেকে 12 বছরের মধ্যে হয় কিন্তু ছেলেদের মধ্যে এই পরিবর্তন হয় আর একটু পরে , 10 থেকে 13 বছরের মধ্যে। আমাদের শরীরের বিভিন্ন গ্রন্থি থেকে নির্গত হরমোন এর জন্য দায়ী। এই সময় সব ছেলেমেয়েরাই কিছু শারীরিক বহিঃপ্রকাশের মাধ্যমে শৈশব থেকে যৌবনে প্রবেশ করে। এই পরিবর্তনের মধ্যে অন্যতম হল উচ্চতা বৃদ্ধি, গলার স্বরের পরিবর্তন, ঋতুচক্র (মেয়েদের ক্ষেত্রে), দাঁড়ি গজানো (ছেলেদের ক্ষেত্রে) ইত্যাদি। এই সমস্ত শারীরিক পরিবর্তন এবং হরমোনের ওঠানামার কারণে বিভিন্ন মানসিক পরিবর্তনও দেখা যায় যেমন আবেগপ্রবণ হয়ে যাওয়া, নিরাপত্তাহীনতায় ভোগা, বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া ইত্যাদি। কিন্তু এগুলোতে ভয় পাওয়ার কিছু নেই, প্রকৃতির নিয়মেই এগুলো হয়। অভিভাবকদের এই বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা উচিত , যেমন - ছেলেমেয়েদের উপর রাগারাগি না করে তাদের পাশে বন্ধুর মতো দাঁড়ানো, প্রগতিশীল হয়ে যৌনতা সম্পর্কে সচেতন করা ইত্যাদি।

সবশেষে বলি, এই পরিবর্তনগুলি যদি সঠিক বয়সের আগে বা পরে আবির্ভূত হয়, সেক্ষেত্রে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন।

ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।

পরিবেশ ও বিজ্ঞান

রামধনু পাহাড়

আকাশে বৃষ্টির পর রামধনু তো তোমরা সকলে দেখেছ কিন্তু তোমরা কি রামধনু পাহাড়ের কথা শুনেছ ? এই মহাবিশ্বে রয়েছে তেমনই এক আশ্চর্য বিস্ময়।

ভারতের প্রতিবেশী রাষ্ট্র চিনের নাম তোমরা সকলে শুনেছ। উত্তর চিনের গানসু প্রদেশের লিনজে জেলায় ৪০০ বর্গ কিলিমিটার এলাকা জুড়ে রয়েছে এই রামধনু পর্বত বা রেনবো মাউন্টেন। এই পর্বতটির বর্তমান নাম গানসু ঝাংহে দাংশা ন্যাশানাল পার্ক।

পাহাড় বলতেই আমাদের চোখে ভেসে ওঠে রুক্ষ শুষ্ক ধূসর ভূখণ্ড অথবা বরফে ঢাকা শ্বেত শৃঙ্গ। কিন্তু এই পাহাড় বেগুনি, নীল, সবুজ, হলুদ, কমলা, লাল নানা রঙে রঙিন। প্রকৃতি আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে সুবিশাল ক্যানভাসে তুলির টানে সৃষ্টি করেছে এই রংমহল।

তোমরা জানো আকাশের বৃষ্টির পর রামধনু তো আলোর বিচ্ছুরণের জন্য হয় কিন্তু পাহাড়ে এত রং এল কোথা থেকে? ভূবিজ্ঞানীদের মতে, টেকটনিক প্লেটের সংঘর্ষের ফলে ভূগর্ভ থেকে বেরিয়ে এসেছিল এই শিলাস্তর। বহু বহু বছর ধরে টেকটনিক প্লেটের সংঘর্ষের ফলে শুষ্ক পর্বতেরগায়ে এমন রামধনুর সাত রং ফুটে উঠেছে।শিলাস্তরে ছিল প্রচুর খনিজ পদার্থ, রঙিন সিলিকা সহ নানা উপাদান। বহু বছর ধরে ঋতু পরিবর্তন, ঝড়, বৃষ্টি, তুষারপাত, নানা রকম রাসায়নিক বিক্রিয়ায় রূপ পরিবর্তন করতে করতে তৈরি হয়েছে বর্তমানের রেনবো মাউন্টেন। এই রঙের জন্য দায়ী শিলাখন্ডে উপস্থিত বিভিন্ন খনিজ পদার্থ। যেমন লাল রঙের জন্য আয়রন অক্সাইড, হলুদ ও কমলা রঙের জন্য আয়রন সালফাইড, ফিরোজী রঙের জন্য দায়ী ক্লোরাইড।এই ক্লোরাইড আবার বিভিন্ন রঙের শিলাস্তরের সাথে মিশে ফিরোজী সবুজ ও ফিরোজী নীল রঙ তৈরী করে। সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের আগে এই পাহাড় আলোর খেলায় মেতে নানা রঙে সেজে ওঠে। ভোরবেলা এবং গোধুলির প্রাক্কালে চতুর্দিকের আলোয় ধীরে ধীরে রং বদল হয়। হিমালয়ের অনেক আগেই এই পাহাড় তৈরি হওয়া শুরু হয়ে গিয়েছিল। ভূবিজ্ঞানীদের গবেষণা অনুযায়ী, পাহাড়টি তৈরি হতে সময় লেগেছে প্রায় ২ কোটি ৪০ লক্ষ বছর।

২০১০ সালে ইউনেসকো বিশ্বের অন্যতম পর্যটনস্থল রূপে এই পাহাড়কে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট-এর স্বীকৃতি দেয়। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পর্যটকরা আসেন প্রকৃতির এই অপার বিস্ময়কে চাক্ষুষ করতে। গোটা এলাকা জুড়েই ঘাস ছাড়া তেমন কোন উদ্ভিদ নেই।

এই রকম রামধনু পর্বতমালা আমরা দক্ষিণ আমেরিকার পেরুতে ও দেখতে পাই যার উচ্চতা সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে ৫২০০ মিটার। পূর্বে এটি বরফে ঢাকা ছিল।জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে হিমবাহ গলে যায় এবং এর সৌন্দর্য আমাদের কাছে প্রকাশ পায়।

আমাদের দেশে রামধনু পর্বত না থাকলেও বিভিন্ন রঙিন পর্বত লাদাখ অঞ্চলে দেখা যায়।তোমরা বড় হয়ে, পাড়লে প্রকৃতির এই বিস্ময়কর সৃষ্টিগুলি অবশ্যই দেখো।

বিশেষ ব্যক্তিত্ব

বোল্টজমান পদক

পরিসংখ্যানগত পদার্থবিদ্যায় আবদানের জন্য প্রথম ভারতীয় হিসেবে বোল্টজমান পদক এ সম্মানিত হলেন পুণের আইআইএসইআর-এর অধ্যাপক দীপক ধর। আশির দশকে পদার্থবিদ রামকৃষ্ণ রামস্বামীর সঙ্গে 'অ্যাবেলিয়ান স্যান্ডপাইল মডেল' তৈরি করে পরিসংখ্যানগত পদার্থবিদ্যার জগতে রীতিমতো সাড়া ফেলে দিয়েছিলেন এই অধ্যাপক। পরিসংখ্যানগত পদার্থবিদ্যা এবং তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করায় এর আগে পেয়েছেন ভাটনগর পুরস্কার, সত্যেন্দ্রনাথ বসু মেডেল, রবার্ট শ্রাইফার প্রাইজ'- সহ একাধিক পুরস্কার।

অস্কার দৌড়ে ভারতীয় ছবি

দিল্লীবাসী পরিচালক জুটি রিন্টু টমাস ও সুস্মিত ঘোষ পরিচালিত তথ্যচিত্র 'রাইটিং উইথ ফায়ার' মনোনয়ন পেল ৯৪ তম অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডসের চূড়ান্ত পর্বে, বেস্ট ডকুমেন্টরি ফিচার বিভাগে। উত্তরপ্রদেশের কয়েকজন 'দলিত' মহিলার সাহসী সাংবাদিকতার এই আখ্যানে চিত্রায়িত হয়েছে পুরুষতন্ত্র, জাতপাত, রাজনীতি, দারিদ্রে দীর্ণ এক সমাজের ছবি। মীরা দেবী, সুনীতা পরাজাপতির মতো কিছু প্রান্তিক মহিলার হাতে গড়া একটি সংবাদপত্র কীভাবে হয়ে ওঠে তাঁদের সংগ্রামের হাতিয়ার এবং কী ভাবে সেটি আত্মপ্রকাশ করে ডিজিটাল মাধ্যমে, তারই গল্প বলে 'রাইটিং উইথ ফায়ার'।

পরশপাথর

১. “ যে ব্যক্তি শ্রমবিমুখ হইয়া
আলস্যে কালক্ষেপ করে
তাহার চিরকাল দুঃখ ও
চিরকাল অভাব থাকে”

২. “ বিদ্যা হলো সব থেকে বড়
সম্পদ, বিদ্যা শুধু আমাদের
নিজেদের উপকার করে না
প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে গোটা
সমাজের কল্যাণ সাধন করে।”

বিদ্যাসাগর

খেলাধূলা শরীরচর্চা

একটা কুঁড়িকে ফুল হয়ে গড়ে ওঠবার জন্য প্রয়োজন পরিচর্যাও উপযুক্ত পরিবেশ। ঠিক তেমন একটি শিশুর সর্বাঙ্গীন বিকাশের জন্য তার শারীরিক, মানসিক, বৌদ্ধিক, সামাজিক নান্দনিক ও ভাষার বিকাশ প্রয়োজন, খেলার মাধ্যমেই দেহ ও মনের সুসংবদ্ধ বৃদ্ধি ঘটতে পারে এবং আনন্দময় পরিবেশে শিশু স্বতস্ফূর্ত ভাবে নিজেকে প্রকাশ করে। সুতরাং সুস্থ জীবনযাপনের জন্য খেলাধূলা ও শরীরচর্চা শিশুকাল থেকেই শুরু করা উচিত।

বিনোদনমূলক খেলা- 'কুমির কুমির'

উদ্দেশ্য- ক্ষিপ্রতা, প্রতিক্রিয়া সময়, অনুমান ও সমন্বয় নির্ভর সার্বিক শারীরিক দক্ষতার প্রয়োগ।

পদ্ধতি- শিক্ষার্থীদের একজন কুমিরের ভূমিকায় এবং অন্য সকলে নদীতে স্নান করতে জলে নামবে। খেলার স্থানটিকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়, অপেক্ষাকৃত উঁচু জায়গাটিকে ডাঙা এবং নিচু জায়গাটিকে জল বলে চিহ্নিত করা হয়। কুমির জলে দাঁড়িয়ে থাকবে, আর বাকি খেলোয়াড়েরা যখন ডাঙায় দাঁড়িয়ে থাকে তখন কুমির তাদের ছুঁতে পারবে না কিন্তু জলে নামলে কুমির যাকে ছুঁয়ে দিতে পারবে সে মোড় হবে। খেলোয়াড়েরা ডাঙা থেকে জলে নেমে এসে সমস্বরে বলবে 'কুমির তোমার জলে নেমেছি' এই জলে থাকা অবস্থায় কাউকে ছুঁয়ে দিতে পারলে সে কুমির হয় এবং তাদের মধ্যে অবস্থান বদল হয়।

১. **অনুর্ধ্ব-১৯ দলের বিশ্বজয়ে-** ওয়েস্ট ইন্ডিজে আয়োজিত অনূর্ধ্ব -১৯ বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হল ভারতীয় দল অ্যান্টিগায় ফাইনালে ইংল্যান্ডকে চার উইকেটে হারিয়ে এই নিয়ে বিশ্বকাপে পঞ্চম বার জয়ের মুকুট পড়ল টিম ইন্ডিয়া, ব্যাটে বলে অসাধারণ

পারফরম্যান্স করে ফাইনালের নায়ক তথা ম্যাচের সেরা হন রাজ বাওয়া। যশ ধূল এর নেতৃত্বাধীনে এই দল এবার গোটা টুর্নামেন্টে অপরাজিত ছিল। এর আগে মহম্মদ কাইফ, বিরাট কোহলি, উন্মুক্ত চাঁদ এবং পথ্বীশ এর অধিনায়কত্বে বিশ্বসেরা হয় অনুর্ধ্ব-১৯ দল।

২. **বিশ্ব ক্রিকেটের সুপারস্টার** - ঝুলন গোস্বামী দেশের অন্যতম সেরা মেয়ে ক্রিকেটার ঝুলন গোস্বামী চাকদহের সাধারণ ঘরের মেয়ে থেকে বিশ্ব ক্রিকেটের সুপার স্টার ক্রিকেটার হিসেবে ঝুলন ডান হাতি ব্যাটসম্যান এবং তাঁর বোলিংয়ের ধরন ডান হাতি মিডিয়াম ফাস্ট। ২০০৭ সালে বর্ষসেরা আইসিসি মহিলা খেলোয়ার হিসাবে পুরস্কার লাভ করেন ৩৯ টি উইকেট নিয়ে যুগ্মভাবে বিশ্বকাপে সব থেকে বেশি উইকেট নেওয়ার রেকর্ড স্পর্শ করলেন তিনি। এবার ২০০৫-২০২২ পর্যন্ত ৫টি বিশ্বকাপ খেলে ৩১টি ম্যাচে ৪০টি উইকেট পেলেন।

নিজে করি

ধাঁধাঁ অর্থাৎ puzzle এর সমাধান করতে আমরা কম বেশী সবাই ভালোবাসি। আজ আমরা শিখে নেবো এক প্রাচীন চীন দেশীয় ধাঁধাঁ যার নাম "ট্যাংগ্রাম"। এই ধাঁধাঁর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এখানে একটি বর্গক্ষেত্র কে ভেঙে কিছু সরল জ্যামিতিক আকার তৈরি করা হয় যেগুলো বুদ্ধি করে সাজালে নানান জটিল আকার তৈরি করা যেতে পারে। সাধারণত: একটি ট্যাংগ্রামে থাকে একটি বর্গক্ষেত্র থেকে বের করা সাতটি টুকরো যাদের বলা হয়ে থাকে "ট্যান"। এরা হলো যথাক্রমে

২ টি বড় সমকোণী ত্রিভুজ (হলুদ ও লাল)
১ টি মাঝারি সমকোণী ত্রিভুজ (নীল)
২ টি ছোট সমকোণী ত্রিভুজ (গোলাপী ও বেগুনী)
১ টি ছোট বর্গক্ষেত্র (কমলা)
১ টি সামন্তরিক (সবুজ)

তোমরা এই সাতটি টুকরোকে সাজিয়ে বিভিন্ন আকার দিতে পারো, যেমন পশু, পাখি, গাছপালা, বাড়িঘর, মানুষ বা গাড়ি। এভাবে তোমরা সরল জ্যামিতিক আকার কাজে লাগিয়ে ছবি বানাতে পারবে, আশপাশের বস্তুর মধ্যে যে জ্যামিতিক আকৃতি লুকিয়ে আছে সেটা বুঝতে পারবে। এছাড়াও দ্বিমাত্রিক, ত্রিমাত্রিক বস্তু এবং স্থান সম্পর্কে একটি ধারণা তৈরি করতে পারবে। নিচের ছবিতে মাছ, মানুষ,নৌকা,রকেট এবং খরগোশ উদাহরণ দেওয়া হল।

আমরা প্রথমে কিভাবে একটি বর্গক্ষেত্র থেকে ৭টি টুকরো কাটতে হবে শিখবো এবং পরে কিছু ধাঁধাঁ তোমাদের সমাধান করতে দেবো।

দু রকম পদ্ধতিতে ট্যাংগ্রাম বানাতে পারো । ট্যাংগ্রাম বানাতে লাগবে- A4 মাপের কাগজ, পেন, পেন্সিল, কাঁচি, রঙ পেন্সিল(যদি তোমরা ট্যাংগ্রামটিকে ইচ্ছে মতো রঙ দিতে চাও)।

দুটি পদ্ধতিতেই একটি A4 মাপের কাগজ থেকে প্রথমে একটি বর্গক্ষেত্র কেটে নিতে হবে। কাগজটিকে ছবির মতো ভাঁজ করে কেটে নাও।

প্রথম পদ্ধতি

১. বর্গক্ষেত্রটিকে স্কেল এবং পেন্সিলের সাহায্যে আনুভূমিক এবং উল্লম্ব দিকে দাগ টেনে মোট ১৬টি সমান মাপের ঘরে ভাগ করতে হবে। পেন্সিলের দাগ হাল্কা ভাবে দেবে যাতে পরে মুছে ফেলা যায়।

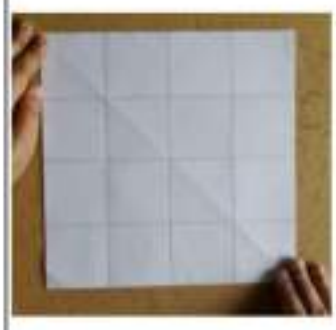

২. এবার পেন্সিলে আঁকা ছকটিতে স্কেলের সাহায্যে ছবির মতো দাগ টেনে নিয়ে দাগ বরাবর কেটে নিলে ৭টি টুকরো পাওয়া যাবে।

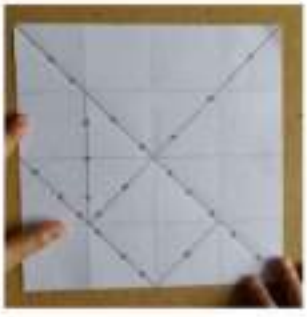

দ্বিতীয় পদ্ধতিঃ

কাগজ ভাঁজ করে ধাপে ধাপে কাটতে হবে। কোন দিকে ভাঁজ করে কোন টুকরোটি পাওয়া যাচ্ছে তা ডানদিকের ছবির সাথে মিলিয়ে দেখে কাটো।

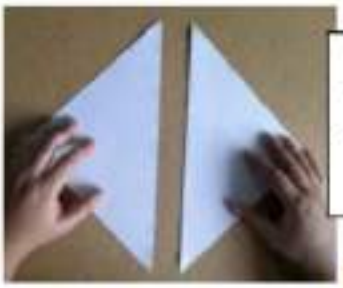

১। বর্গক্ষেত্রটিকে কোণাকুণি ভাঁজ করে,ভাঁজ বরাবর কেটে ফেলো। দুটি সমকোণী ত্রিভুজ পাবে।

২। একটি ত্রিভুজকে মাঝখান দিয়ে ভাঁজ করে কেটে নাও। এর ফলে ট্যাংগ্রামের A এবং B টুকরো দুটি পাবে।

৩। অপর সমকোণী ত্রিভুজটি নিয়ে সবচেয়ে বড় বাহু (অতিভুজের) বিপরীত কোণটিকে ভাঁজ করে অতিভুজের মাঝ বরাবর অবধি এনেভাঁজ দিতে হবে। ভাঁজ বরাবর কেটে নিলে C টুকরোটি পাওয়া যাবে।

৪। C টুকরোটি সরিয়ে রেখে বাকি টুকরোটিকে মাঝ খান দিয়ে ভাঁজ করে কেটে ফেলো। দুটি ছোট টুকরো পাবে।

৫। একটি ছোট টুকরোর a বিন্দুটিকে b বিন্দু অবধি এনে ভাঁজ করো। ভাঁজ বরাবর কেটে ফেললে D এবং E টুকরো দুটি পাবে।

৬। অপর ছোট টুকরোর c বিন্দুটিকে d বিন্দু অবধি এনে ভাঁজ করো। এবার ভাঁজ বরাবর কেটে ফেললে F এবং G টুকরো দুটি পাবে।

ট্যাংগ্রাম খেলার নিয়মাবলীঃ

১। যেকোনো ছবি বানাতে সাতটি টুকরোই ব্যবহার করতে হবে।
২। টুকরোগুলি যেন পরস্পরের সাথে ঠেকে থাকে, মাঝে কোনো ফাঁক থাকবেনা।
৩। কোনো দুটি টুকরো যেন ওপর ওপর না চেপে যায়, পাশাপাশিই রাখতে হবে।

কিছু ধাঁধাঁ তোমাদের সমাধান করতে দিলাম। না পারলে উত্তরও রইলো সাথে।

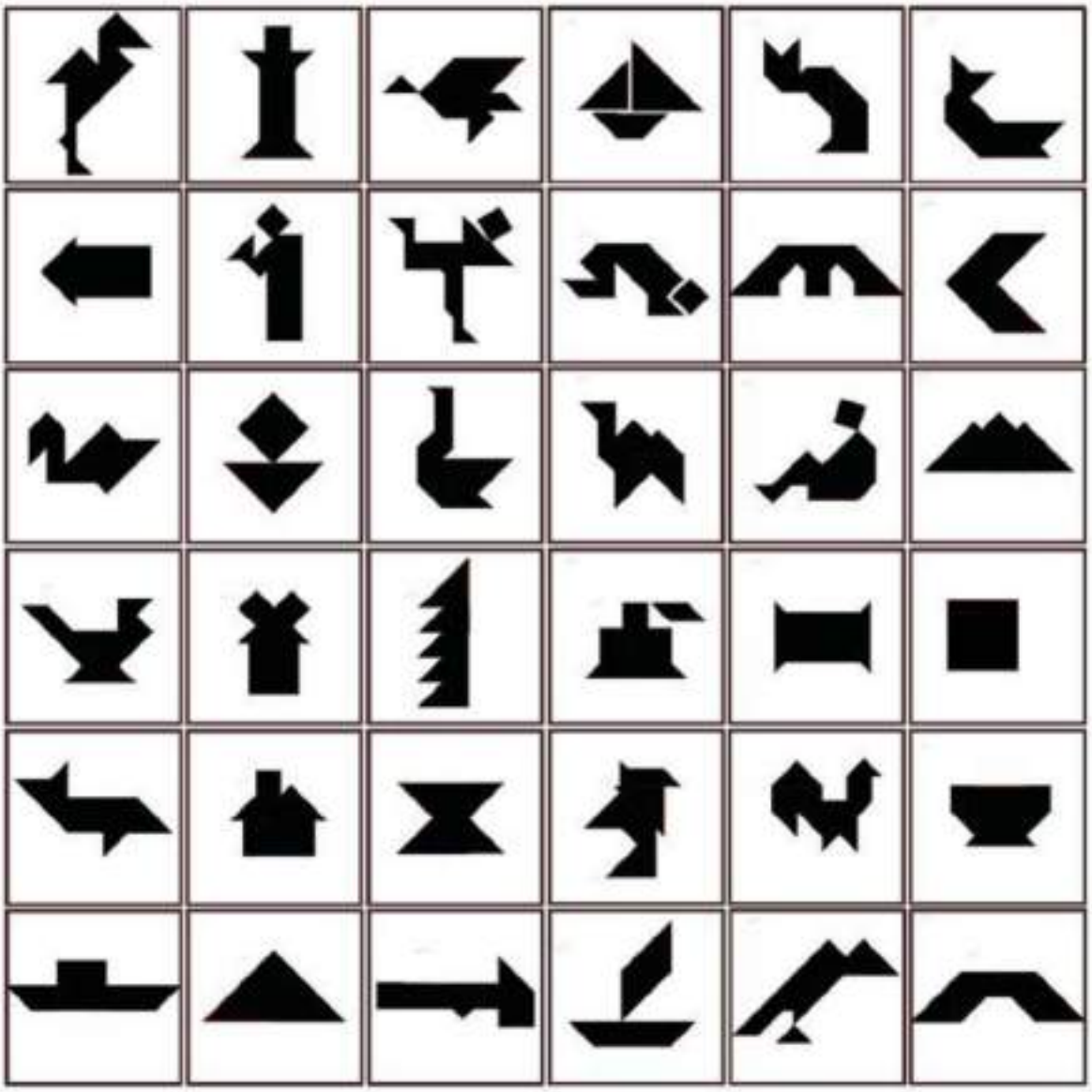

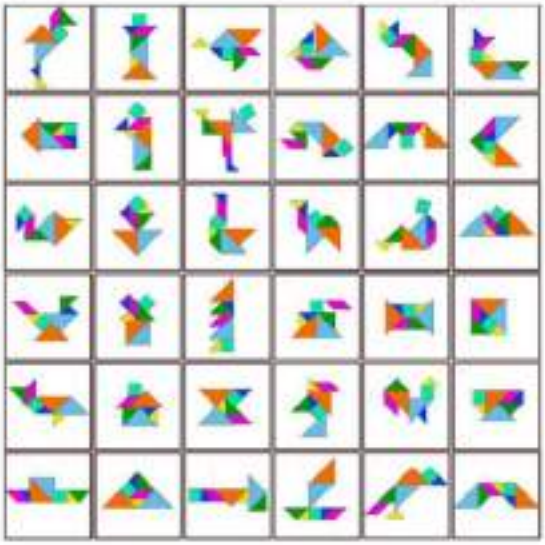

ভেবে দেখো

R.....9???

জলের অপচয়

কমিক্স:- শিক্ষিকা শ্রীমতী কুমকুম নাইয়া।

কমিকস - কুমকুম নাইয়া

ইতিমধ্যে রাজুদের নৌকো মাতলা ছেড়ে চিতুড়ির খাঁড়িতে এসে ঢুকল।

নদীতে এখন ভাঁটার সময়। খাঁড়ির অগভীর সরু জলপথের দুপাশে গেঁয়ো , হেঁতাল , খলসে , বোগড়ার ঘন নিবিড় বনভূমি।

রাজুর বাবা কাঁকড়া ধরতে এখানে "দোন" পাতবে । কামটের চার বাঁধা খুব লম্বা মোটা শক্ত দড়ি দোনের একটা প্রান্ত ধরে সে সামনে এগিয়ে চলেছে।

আর দোনের অপর প্রান্ত ধরে রাজু খুব সজাগ। সে চারদিকে সতর্ক দৃষ্টিতে নজর রাখছে।

হঠাৎ রাজু দেখতে পেল ।

এমন সময় তার মনে পড়ল বাবার সাবধান বাণী ।

বাবা তো দোন নিয়ে ঐ দিকেই এগোচ্ছে ! এই বিপদের কথা কেমন করে জানাবো !
উঃ , কি যে করি !

এই বিপদ থেকে রেহাই পেতে একবার শেষ চেষ্টা করে দেখি ! দড়ি ধরে টান দিয়ে দেখি ! হাতে সময়ও খুব কম।

বাবা ঐ মূর্তিমান যমদূতের আরও কাছাকাছি চলে যাচ্ছে !
দোনটাও খুব লম্বা , তাড়াতাড়ি টানা যাচ্ছেনা ! কিন্তু টানতেই হবে।

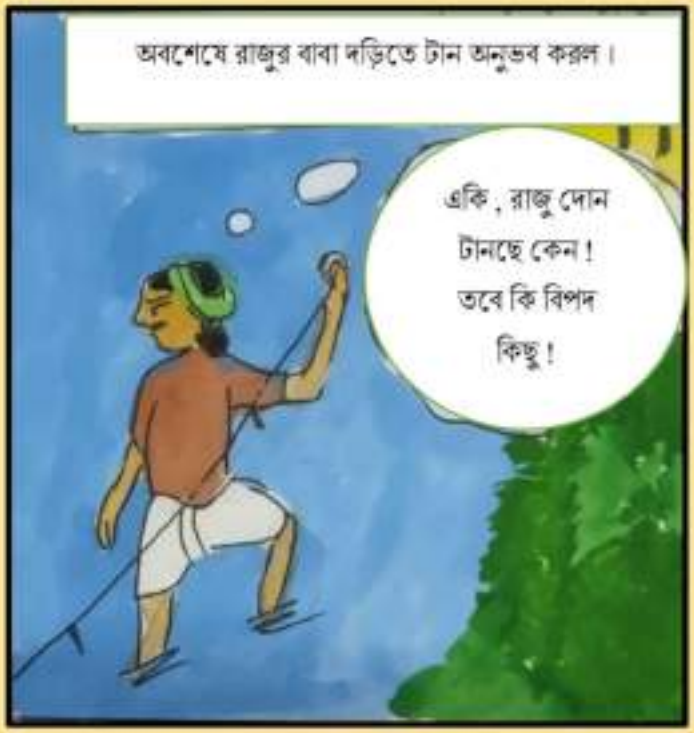
অবশেষে রাজুর বাবা দড়িতে টান অনুভব করল।
একি , রাজু দোন টানছে কেন ! তবে কি বিপদ কিছু !

ওরে বাবা , এ তো বাঘ !
হেঁতাল গাছের নীচে ঘুমুচ্ছে !

তারপর রাজুর বাবা রাজুকে নিয়ে খুব সাবধানে নৌকোতে চেপে নিঃশব্দে সেই জায়গা ছেড়ে বড় নদীতে এসে পড়ল।
ওরা খুব সতর্ক ছিল বলেই এই বিপদ থেকে রক্ষা পেল।

কুইজ

বিষয় – রং

১। কোন্ রঙের মধ্যে পুরোপুরি মিশে থাকে সবকটি রং ?

২। চিনাদের কাছে সৌভাগ্যের প্রতীক কোন্ রং ?

৩। যারা বর্ণান্ধ , তারা কোন্ দুটি রঙের মধ্যে তফাত করতে পারেনা ?

৪। মস্কোর "রেড স্কোয়ার" অত্যন্ত প্রসিদ্ধ একটি স্থান। কিন্তু এর সাথে লাল রঙের কোনও সম্পর্ক নেই। রুশ ভাষায় এর অর্থ কি ?

৫। লিওনার্দো দা ভিঞ্চির কাছে পৃথিবীর প্রতীক ছিল কোন্ রং ?

ট্যানগ্রাম

ই-সংযোগের আগস্ট সংখ্যায় তোমরা শিখেছ ট্যানগ্রাম কাকে বলে।
এটি একটি চাইনিজ ধাঁধা যেখানে ৭ টি বিভিন্ন জ্যামিতিক আকৃতির টুকরোকে সঠিকভাবে সাজালে নানারকম ছবি তৈরী করা যায়।
আগে আমরা তৈরী করেছি বিভিন্ন প্রাণীর ছবি।
এই সংখ্যায় দেখালাম কিভাবে এই সাতটি টুকরোকে সাজিয়ে পালতোলা নৌকো বানানো যায়।
তোমরা এরকম আরও দুটি ভিন্ন আকৃতির নৌকো বানানোর চেষ্টা করে দ্যাখো তো পারো কিনা ?
এই সংখ্যার "নিজে করি" বিভাগে আমাদের বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রী সেবলীনা ঘোষ তোমাদের ধাপে ধাপে দেখিয়েছে কিভাবে ট্যানগ্রামের জ্যামিতিক টুকরোগুলি নিজে হাতে তৈরি করতে পারবে।

চোখ ধাঁধানো ছবির ধাঁধা

পাশের ছবিটি ভালো করে খেয়াল করলে দেখতে পাবে দুটি জিনিস / ব্যাপার এই ছবিটির সাথে খাপ খাচ্ছেনা।

তোমাদের সেই অমিল দুটি

খুঁজে বার করতে হবে।

গত সংখ্যার উত্তর

ম গ জা স্ত্র

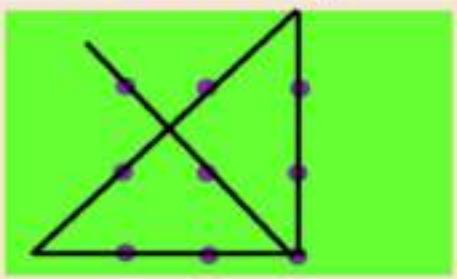

ওলটপালট

নী র জ

ক্ষ র ণ

ব ল দ

স ফ ল

কার ছবি ?

বিজ্ঞানী অ্যালবার্ট আইনস্টাইন

e- সংযোগ সম্পাদকীয় নীতি

১। সত্যতা যাচাই করা যাবে এরকম তথ্যই এখানে প্রকাশিত হবে।
২। তথ্যগুলির মাধ্যমে কোনরকম রাজনৈতিক, ধর্মীয় এবং বিশেষ আদর্শগত মতামতের প্রচার হবে না। এছাড়া গোষ্ঠীগত বা জাতিগত ভেদাভেদকে প্রশ্রয় দেয় এমন কোন তথ্য বা বিষয় এখানে স্থান পাবে না।
৩। e-সংযোগ প্রকাশনায় এবং সংশ্লিষ্ট সকল কাজে প্রচলিত নিয়মনীতি ও আইন মেনে চলা হবে।
৪। তথ্যগুলি ভারতের জাতীয় সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত জাতীয় সংহতি , ভ্রাতৃত্ববোধ এবং সাম্যের নীতিকে সমর্থন করবে।
৫। আগামীদিনে সম্পাদকমণ্ডলী সিদ্ধান্ত নিয়ে বর্তমানে প্রকাশিত বিষয়গুলির পরিবর্তন করতে পারবেন।
৬। উপরোক্ত সম্পাদকীয় নীতি অনুযায়ী লেখাই e-সংযোগ এ প্রকাশের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। প্রকাশনার অন্য কোনো
নিয়মনীতি এক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হবে না।

সম্পাদকমন্ডলী - রূপা ঘোষ (প্রধান শিক্ষিকা), কৃষ্ণা সিং সর্দার (সহ শিক্ষিকা), মিতুল সমাদ্দার (সহ শিক্ষিকা), পারমিতা চক্রবর্ত্তী (সহ শিক্ষিকা), মধুমিতা মুখোপাধ্যায় (সহ শিক্ষিকা)